[b] গৌণ গুণ: লকের মতে যে গুণগুলি সার্বিক নয়, আবশ্যিক নয়, পরিবর্তনশীল, মন সাপেক্ষ, বস্তুগত নয় সেই গুণগুলিকে বলা হয় গৌণ গুণ, যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি।

[5] বস্তুর জ্ঞানলাভের পদ্ধতি: সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু লক বলেন বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করতে হয়। ক্যামেরা যেমন কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি তোলে তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিরূপ তোলে। মন প্রতিরূপের কারণ হিসেবে বস্তুর অনুমান করে। এই জন্যই লকের মতবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয়।
মন + প্রতিরূপ + দ্রব্য = দ্রব্যের অনুমান।

[6] পরোক্ষ বস্তুবাদ: প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না; প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায়। বস্তুকে পরোক্ষভাবে জানা যায় বলে এই মতবাদকে পরোক্ষ বস্তুবাদ বলা হয়।

[7] বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ: লক তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতো বস্তুর গুণগুলিকে মুখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে ভাগ করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জন্যই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয়।

[8] জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ: লক বস্তুর স্বয়ং সৎ অস্তিত্ব ও তার প্রতিরূপ এই দুটি সত্তা স্বীকার করেছেন বলে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের গ্রহণযোগ্যতা

প্রতিরূপী বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি না, সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সপক্ষে যুক্তি

প্রতিরূপী বস্তুবাদকে যেসকল দার্শনিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে মনে করেন, তাঁরা নীচের যুক্তিগুলি দিয়েছেন।

[1] বস্তুর প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করার ফলে লক সহজেই ভ্রান্ত জ্ঞান, স্বপ্ন, অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কেন-না এই সকল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও মন তার ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

[2] বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণ বিভাগের ফলে বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞানের মতো লক সহজেই সার্বিক জ্ঞান ও কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞানের মতবিরোধের অর্থাৎ জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। মুখ্য গুণগুলি যেহেতু বস্তুগত সেহেতু এই গুণগুলির জ্ঞানের বিষয়ে কোনো মতভেদ থাকে না। এই গুণগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞান হয়েছে। অন্যদিকে, গৌণ গুণগুলি যেহেতু মনোগত তাই এই গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিবর্তনশীল, ফলে মতবিরোধ দেখা দেয়।

বিপক্ষে যুক্তি

প্রতিরূপী বস্তুবাদের বিপক্ষে যুক্তিগুলি হল—

[1] বাহ্য বস্তুকে জানার উপায় প্রমাণে ব্যর্থ: প্রতিরূপী বস্তুবাদ জ্ঞাতা ও বাহ্য বিষয়ের মধ্যে এমন এক পর্দা (প্রতিরূপ) কল্পনা করেছে যা পুরু লোহার তৈরি। এই লৌহযবনিকার একদিকে আছে জ্ঞাতা, অন্য দিকে কী আছে তা জানার উপায় নেই। তাই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে লৌহযবনিকা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় যে, বস্তুকে কখনও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। তাই তার স্বাধীন অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। এর ফলে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

[b] গৌণ গুণ: লকের মতে যে গুণগুলি সার্বিক নয়, আবশ্যিক নয়, পরিবর্তনশীল, মন সাপেক্ষ, বস্তুগত নয় সেই গুণগুলিকে বলা হয় গৌণ গুণ. যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি।

[5] বস্তুর জ্ঞানলাভের পদ্ধতি: সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু লক বলেন বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করতে হয়। ক্যামেরা যেমন কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি তোলে তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রতিরূপ তোলে। মন প্রতিরূপের কারণ হিসেবে বস্তুর অনুমান করে। এই জন্যই লকের মতবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয়।
মন + প্রতিরূপ + দ্রব্য = দ্রব্যের অনুমান।

[6] পরোক্ষ বস্তুবাদ: প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না; প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানা যায়। বস্তুকে পরোক্ষভাবে জানা যায় বলে এই মতবাদকে পরোক্ষ বস্তুবাদ বলা হয়।

[7] বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ: লক তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতো বস্তুর গুণগুলিকে মুখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে ভাগ করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জন্যই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয়।

[8] জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ: লক বস্তুর স্বয়ং সৎ অস্তিত্ব ও তার প্রতিরূপ এই দুটি সত্তা স্বীকার করেছেন বলে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয়।

প্রতিরূপী বস্তুবাদের গ্রহণযোগ্যতা

প্রতিরূপী বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি না, সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সপক্ষে যুক্তি

প্রতিরূপী বস্তুবাদকে যেসকল দার্শনিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে মনে করেন, তাঁরা নীচের যুক্তিগুলি দিয়েছেন।

[1] বস্তুর প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করার ফলে লক সহজেই ভ্রান্ত জ্ঞান, স্বপ্ন, অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কেন-না এই সকল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও মন তার ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

[2] বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণ বিভাগের ফলে বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞানের মতো লক সহজেই সার্বিক জ্ঞান ও কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞানের মতবিরোধের অর্থাৎ জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। মুখ্য গুণগুলি যেহেতু বস্তুগত সেহেতু এই গুণগুলির জ্ঞানের বিষয়ে কোনো মতভেদ থাকে না। এই গুণগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞান হয়েছে। অন্যদিকে, গৌণ গুণগুলি যেহেতু মনোগত তাই এই গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিবর্তনশীল, ফলে মতবিরোধ দেখা দেয়।

বিপক্ষে যুক্তি

প্রতিরূপী বস্তুবাদের বিপক্ষে যুক্তিগুলি হল—

[1] বাহ্য বস্তুকে জানার উপায় প্রমাণে ব্যর্থ: প্রতিরূপী বস্তুবাদ জ্ঞাতা ও বাহ্য বিষয়ের মধ্যে এমন এক পর্দা (প্রতিরূপ) কল্পনা করেছে যা পুরু লোহার তৈরি। এই লৌহযবনিকার একদিকে আছে জ্ঞাতা, অন্য দিকে কী আছে তা জানার উপায় নেই। তাই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে লৌহযবনিকা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় যে, বস্তুকে কখনও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। তাই তার স্বাধীন অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। এর ফলে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সব জড়বস্তু যেমন বিস্তারযুক্ত তেমনি প্রতিটি জড়বস্তু রঙযুক্ত। রঙ বলতে বিশেষ কোনো রঙ যেমন, 'লাল রঙ' বোঝায় না। 'রঙ' বলতে বোঝায় 'কোনো না কোনো রঙ'। জড়বস্তুর কোনো না কোনো রঙ থাকে। অন্যান্য গৌণ গুণ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

(২) মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। গৌণ গুণকে বাদ দিয়ে মুখ্য গুণের কল্পনাও করা যায় না। রঙহীন আকার চিন্তা করা যায় না। দেওয়ালের ওপর কোনো আকার আঁকলে আকারটি রঙহীন থাকে না—আকারের মধ্যবর্তী অংশ কোনো না কোনো রঙের অবশ্যই হয়। বার্কলের মতে, 'আকার হল রঙের প্রান্তরেখা।' উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কাজেই রঙক গৌণ গুণ বললে আকারকেও গৌণ গুণ বলতে হয়, আর আকারকে মুখ্য গুণ বললে রঙকেও মুখ্য গুণ বলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট কোনো পার্থক্য নেই।

(৩) অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে রঙ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির পরিবর্তন হয় বলে লক্ এদের গৌণ গুণ বলেছেন। বার্কলের অভিমত হল, লকের এই অভিমত স্বীকার করলে আকার, আয়তন (লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন) ইত্যাদিকেও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়, কেননা—অবস্থাভেদে, স্থান-কালভেদে এদেরও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। একই বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন আকৃতির বলে মনে হয়। একটি টাকাকে ওপর থেকে দেখলে গোল দেখায়, আবার পাশ থেকে দেখলে অর্ধচন্দ্রাকার দেখায়। কাছ থেকে যাকে বড় দেখায়, দূরে গেলে তাকে ছোট দেখায়। কাজেই উভয় প্রকার গুণের প্রকৃতি যে একই তা মানতে হয়। 'অবস্থাভেদে পরিবর্তন', যদি গৌণ গুণের লক্ষণ হয়, তাহলে লক্ যাদের 'মুখ্য গুণ' বলেছেন তাদেরও 'গৌণ গুণ' বলতে হয়।

(৪) 'মুখ্য গুণকে বস্তু থেকে বিলুপ্ত করা যায় না, কিন্তু গৌণ গুণকে বস্তু থেকে বিলুপ্ত করা যায়'—লকের এই যুক্তিও অসার। বর্ণযুক্ত সুগন্ধি মাখনকে আগুনে তরল করলে, তরল পদার্থের যেমন কোনো না কোনো আকার থাকে, তেমনি কোনো-না-কোনো রঙও থাকে। আবার তাতে আগের রঙ বা গন্ধ যেমন থাকে না, তেমনি আগের আকার ও আয়তনও থাকে না। অতএব, মুখ্য গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করলে গৌণ গুণের অপরিবর্তনীয়তা স্বীকার করতে হয় এবং গৌণ গুণের পরিবর্তনশীলতা উল্লেখ করলে মুখ্য গুণের পরিবর্তনশীলতারও উল্লেখ করতে হয়।

(৫) গৌণ গুণের ধারণা যেমন ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল, মুখ্য গুণের ধারণাও তেমনি ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ওপর নির্ভরশীল। রঙের ধারণা যেমন চোখের ওপর নির্ভরশীল, বস্তুর আকার-আয়তনও তেমনি চোখ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়-সংবেদন না হলে বাহ্যজগৎ শুধু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শূন্য হয় না, সে জগতের কোনো আকার আয়তনও থাকে না। কাজেই, লক উল্লেখিত মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য নেই। উভয়কে একজাতীয় গুণ বলাই সঙ্গত। **জড়বস্তু যখন অজ্ঞাত তখন মুখ্য গুণকে 'বস্তুর গুণ' বলার কোনো যুক্তি নেই। বার্কলের মতে, সব গুণই যখন অনুভবের ওপর নির্ভর করে তখন সব গুণই হল মনোসাপেক্ষ।**

(৬) লকের মতে, মুখ্য গুণের ধারণার সঙ্গে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লকের এ কথার সঙ্গে তাঁর পূর্বকথার সংগতি নেই। লকের পূর্বকথা হল—আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতেই সীমাবদ্ধ; ধারণার বাইরে বস্তুটি কী এবং তার গুণ বা ধর্মই বা কী, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে, বস্তুধর্ম যদি আমাদের অজানা বিষয় হয়, তবে তার সঙ্গে আমাদের মনের ধারণার মিল হল কি হল না—কিছুই বলা সম্ভব হয় না। মুখ্য 'গুণের ধারণাকে' (জ্ঞাত বিষয়) 'মুখ্য গুণের' (অজ্ঞাত বিষয়) সঙ্গে যখন পাশাপাশি রেখে তুলনা করা সম্ভব নয়, তখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে অথবা নেই—কোনো কিছুই বলা যায় না। 'ক' যদি অজ্ঞাত ব্যক্তি হয় তবে আমার সামনের 'খ' চিত্রটির সঙ্গে তার মিল আছে—একথা বলা চলে না।

(৭) সর্বোপরি লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ বাহ্যজগতের অস্তিত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণার **কারণস্বরূপ** লক্ বস্তু বা জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু অজ্ঞাত জড়দ্রব্য

জ্ঞাত ধারণার কারণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। 'ক হল খ-এর কারণ'—বলতে গেলে ক ও খ উভয়কেই **জ্ঞাত বিষয়** হতে হয় এবং উভয়কেই **সমধর্মী** হতে হয়। আমরা আগুনকে উত্তাপের কারণ বলি, কেননা আগুন ও উত্তাপ উভয়কে নিয়ত -সম্পর্কে আবদ্ধ দেখি এবং আগুন ও উত্তাপ উভয়েই জড়ধর্মী। কিন্তু ন্যায়সম্মতভাবে জড়বস্তুকে ধারণার কারণ বলতে পারি না, কেননা ধারণা জ্ঞাত বিষয় হলেও জড়দ্রব্য অজ্ঞাত, এবং ধারণা মননধর্মী ও জড়দ্রব্য অচেতনধর্মী। এমন হতে পারে যে, যাদের আমরা প্রতিরূপ বা ধারণা বলি তারাই হল আসল বস্তু, অথবা এমনও হতে পারে যে, ধারণার কারণ কোনো অজ্ঞাত চেতনধর্মী পদার্থ।

আসলে, লক্ তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদে **জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রতিরূপের (ধারণার) প্রাচীর তুলে বস্তুবাদের পরিবর্তে ভাববাদের** (Idealism) **পথকেই প্রশস্ত করেছেন**। লক্ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান **ধারণার (প্রতিরূপের) জগতেই** সীমাবদ্ধ—ধারণার বাইরে কী আছে তা আমাদের জানা সাধ্যাতীত। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে 'ধারণার এই কল্পিত প্রাচীর' (ম→ⓓ←জ) কাঁচের প্রাচীরের মতো স্বচ্ছ নয়, তা যেন এক **লৌহ-যবনিকা** (লোহার প্রাচীর)। লৌহ-যবনিকাস্বরূপ এই প্রতিরূপের (ধারণার) আড়াল ভেদ করে যবনিকার অন্তরালে বস্তুত কী আছে, জ্ঞাতার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। এমন অভিমত প্রকাশ করার জন্য লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে অনেকে **'লৌহ-যবনিকা-তত্ত্ব** (iron-curtain theory) নামে চিহ্নিত করেছেন।

কাজেই, লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের (Berkeley) **আত্মগত ভাববাদ**। মন যদি সাক্ষাৎভাবে শুধু প্রতিরূপ বা ধারণাকে জানতে পারে, তবে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে একথাই বলতে হয় যে, 'কেবল ধারণাই আছে।'

৫.৬. প্রতিরূপী বস্তুবাদের সমালোচনা
Criticism

বস্তুর মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক্‌ যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন,* ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের মতে তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। **নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে বার্কলে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেন :**

(১) 'মুখ্য গুণ সব জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম, গৌণ গুণ বস্তুর সাধারণ ধর্ম নয়'—লকের এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। মুখ্য গুণকে বস্তুর সাধারণ ধর্ম বললে গৌণ গুণকেও প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম বলতে হয়।

৫.৬. প্রতিরূপী বস্তুবাদের সমালোচনা
Criticism

বস্তুর মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে লক্ যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন,* ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের মতে তা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। **নিম্নোক্ত যুক্তির মাধ্যমে বার্কলে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেন :**

(১) 'মুখ্য গুণ সব জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম, গৌণ গুণ বস্তুর সাধারণ ধর্ম নয়'—লকের এ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। মুখ্য গুণকে বস্তুর সাধারণ ধর্ম বললে গৌণ গুণকেও প্রতিটি জড়বস্তুর সাধারণ ধর্ম বলতে হয়।

with the help of an example, *a* and *b* are two terms, *a* is the mind and *b* is the object. When they enter into knowledge-relation, we may express it by the proposition *a* R *b*. In this case, *a*'s knowledge of *b* does not create *b* or introduce any change in it, *a* and *b* are two independent realities which are merely connected by R or knowledge. Hence according to realism, the object exists outside the mind by its own right and the knowing of it by a mind is only a psychological accident.

2. Naive or Direct Realism

It is one of the most fundamental and deep-seated convictions of man that the external world is real, and is directly revealed to us through our senses. This consciousness of reality is an instinct with man, and upon this realistic instinct is based the sciences and our social life. Sciences would be impossible if there were no independent existence of the external world. Commonsense maintains that the external world consists of things possessing qualities. These things are out there in the world and are revealed to us by our senses exactly as they are in themselves. This is called naive or unreflecting realism of the common man. Naive realism holds that the objects of our knowledge exist independently of all knowledge. The world in which we live and move is an aggregate of many independent objects possessing qualities. The existence of objects or things and their qualities do not depend on their being known by any mind. They exist even when they are not cognised or perceived by any mind, finite or infinite. Although the things exist independently of all knowledge, they are directly presented to our consciousness. When they are presented to consciousness, they are exactly what they seem to be. Naive realism holds that our consciousness is like a beam of light which shines through our sense-organs and illumines the world as it is in itself.

According to commonsense or naive realism, truth consists in a direct correspondence between knowledge and reality. In every clear and distinct perception our mind comes in direct contact with external things and knows them just as they really are. In the case of memory and other non-perceptual forms of knowledge also there is the same direct contact of knowledge with objects. When we perceive a red book, the commonsense holds that a red book is simply seen and not that it is perceived through the sensation of red colour.

Criticism : But a little reflection will show the defects inherent

with the help of an example, *a* and *b* are two terms, *a* is the mind and *b* is the object. When they enter into knowledge-relation, we may express it by the proposition *a* R *b*. In this case, *a*'s knowledge of *b* does not create *b* or introduce any change in it. *a* and *b* are two independent realities which are merely connected by R or knowledge. Hence according to realism, the object exists outside the mind by its own right and the knowing of it by a mind is only a psychological accident.

2. Naive or Direct Realism

It is one of the most fundamental and deep-seated convictions of man that the external world is real, and is directly revealed to us through our senses. This consciousness of reality is an instinct with man, and upon this realistic instinct is based the sciences and our social life. Sciences would be impossible if there were no independent existence of the external world. Commonsense maintains that the external world consists of things possessing qualities. These things are out there in the world and are revealed to us by our senses exactly as they are in themselves. This is called naive or unreflecting realism of the common man. Naive realism holds that the objects of our knowledge exist independently of all knowledge. The world in which we live and move is an aggregate of many independent objects possessing qualities. The existence of objects or things and their qualities do not depend on their being known by any mind. They exist even when they are not cognised or perceived by any mind, finite or infinite. Although the things exist independently of all knowledge, they are directly presented to our consciousness. When they are presented to consciousness, they are exactly what they seem to be. Naive realism holds that our consciousness is like a beam of light which shines through our sense-organs and illumines the world as it is in itself.

According to commonsense or naive realism, truth consists in a direct correspondence between knowledge and reality. In every clear and distinct perception our mind comes in direct contact with external things and knows them just as they really are. In the case of memory and other non-perceptual forms of knowledge also there is the same direct contact of knowledge with objects. When we perceive a red book, the commonsense holds that a red book is simply seen and not that it is perceived through the sensation of red colour.

Criticism : But a little reflection will show the defects inherent

in the contention of the naive realists. Naive realism cannot explain the phenomena of wrong knowledge as illusion, dream, hallucination, double vision etc. The objects of our experience in these phenomena cannot be said to exist as real things in the world. Some of the objects of our experience, therefore, have no independent existence in the external world. These objects exist only in our minds as ideas. Moreover, what we perceive does not solely depend on the nature of the object, it also depends on the perceiving mind. The same water seems cold to a warmer hand and warm to another hand which handled ice previously. Again a straight stick looks broken when half-immersed in water. But the stick cannot be both straight and broken at the same time.

Naive realism contends that the qualities we perceive in objects have real existence in the objects. But we find that there are some qualities, viz., colour, taste, sound, touch, smell, which depend for their existence on our mind. They have no existence independently of our mind. A flower is red to me, but to a colour-blind man it is grey. The colour that we perceive cannot be in the thing, but must be in my mind as an idea. These considerations lead us beyond naive realism. We are to hold that what we directly know are not things with their qualities but mental states or ideas which are perhaps produced in us by external things.

৫.৭. সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা
Distinction between Naive Realism and Representative Realism

সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে কিছু মিল ও অমিল আছে। যেমন—

মিল :

(১) বস্তুবাদের প্রকাররূপে উভয়েই স্বীকার করে যে, বস্তুজগতের অস্তিত্ব মনোনিরপেক্ষ, অর্থাৎ **মনের বাইরে বস্তুজগৎ আছে**। যখন আমরা জানছি তখন বস্তুজগৎ আছে, আবার যখন আমরা জানছি না তখনও বস্তুজগৎ আছে। আমাদের মনের ওপর বা আমাদের জানার ওপর বস্তুজগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না।

(২) উভয় মতবাদে **বহুত্ববাদ প্রচারিত হয়েছে**। উভয় মতবাদেই বলা হয়েছে যে, আমাদের মনের বাইরে যে জগৎ সেখানে অসংখ্য বস্তু আছে। যেমন—গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর ইত্যাদি।

(৩) উভয় মতবাদে জ্ঞানীয় সম্বন্ধকে অর্থাৎ **জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়ের সম্বন্ধকে 'বাহ্যিক সম্বন্ধ' বলা হয়েছে,** যেখানে সম্বন্ধ ছিন্ন হলেও জ্ঞাতা অথবা জ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, স্বতন্ত্রভাবে তাদের উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে।

(৪) উভয় মতবাদেই **বস্তুকে গুণবিশিষ্টরূপে গণ্য করা হয়েছে**—বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, তেমনি সেই বস্তুতে কতকগুলি গুণও আশ্রিত হয়ে আছে।

অমিল :

(১) সরল বস্তুবাদ সাধারণ মানুষের সহজ সরল মতবাদ। প্রতিরূপী বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল মতবাদ।

(২) সরল বস্তুবাদ অনুসারে **বস্তুর সব গুণই বস্তুতে আশ্রিত**। প্রতিরূপী বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বস্তুর দুই প্রকার গুণের উল্লেখ আছে—মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, **মুখ্য গুণগুলি বস্তুতে**

আশ্রিত বা বস্তুগত হলেও গৌণ গুণগুলি সঠিক অর্থে বস্তুগত নয়, তারা অনেকাংশে ব্যক্তিমনের ওপর নির্ভরশীল।

(৩) সরল বস্তুবাদে বস্তুর 'প্রত্যক্ষজ্ঞান' স্বীকৃত। এই মতে, আমাদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতায় আমরা বস্তুকে সরাসরি জানি। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপী বস্তুবাদে বস্তুর 'পরোক্ষজ্ঞান' স্বীকৃত। এই মতে, বস্তুকে আমরা পরোক্ষভাবে জানি—বস্তুসৃষ্ট সংবেদন বা ধারণার মাধ্যমে জানি।

(৪) বস্তুজ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে গণ্য করায় সরল বস্তুবাদ অনুসারে, আমাদের অপরোক্ষ বস্তুজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত হয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বস্তুকে আমরা অবিকৃতরূপে জানি অর্থাৎ বস্তু যেমনটি থাকে তাকে ঠিক সেভাবেই জানি। পক্ষান্তরে, বস্তুজ্ঞানকে পরোক্ষরূপে গণ্য করায় প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, জ্ঞানমাত্রই অভ্রান্ত নয়। যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষ-অনুভবলব্ধ ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় সেখানেই কেবল জ্ঞান সত্য হয়, আর যেখানে ওইসব ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় না সেখানে জ্ঞান মিথ্যা হয়।

(৫) সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজ্ঞান অপরোক্ষ হওয়ায়, গুণসমন্বিত বস্তুকে আমরা সরাসরি এবং অবিকৃতরূপে জানি। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ হওয়ায়, আমরা সরাসরি কেবল সংবেদন বা ধারণাকেই জানি, ওইসব ধারণার কারণ যে বস্তু বা জড়দ্রব্য তাকে আমরা জানতে পারি না। প্রতিরূপী বস্তুবাদী লক্ তাই বলেছেন, 'জড়দ্রব্য থাকলেও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়।'

৫.৮. ভাববাদ
Idealism

ভূমিকা (*Introduction*) :

ভাববাদের মূল বক্তব্য হল, জ্ঞানের বিষয় কোনো মন বা চেতনার ওপর নির্ভরশীল, **জ্ঞেয় বস্তুর মনোনিরপেক্ষভাবে কোনো সত্তা নেই।** অবশ্য এই মন বা চেতনার প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। অনেকে 'মন' বলতে ব্যক্তি-মনকে আবার অনেকে 'মন' বলতে পরমাত্মাকে মনে করেন। বস্তুবাদের মতো ভাববাদেরও তাই প্রকারভেদ আছে। ভাববাদের মুখ্য দুটি প্রকার হল— **(১) জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ** এবং **(২) পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক ভাববাদ।** জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদ (Epistemological), আর সত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ভাববাদে উপনীত হলে তা হয় পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক ভাববাদ (Metaphysical Idealism)।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাববাদের আবার দুটি রূপ আছে : **(ক) আত্মগত ভাববাদ** (বার্কলে) ও **(খ) সবিচার ভাববাদ** (কান্ট)। আত্মগত ভাববাদ বস্তুবাদের ঠিক বিপরীত। **এই মতে, জ্ঞেয়বস্তু হল জ্ঞাতার চেতনারই কোনো বৃত্তি বা ধারণা।** সবিচার ভাববাদের সঙ্গে অবশ্য বস্তুবাদের তেমন বিরোধ নেই, কেননা এই মতে মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদিও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। **সবিচার ভাববাদ অনুযায়ী জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি অনেকাংশে জ্ঞাতার মনের গঠন-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।** আমরা যা জানি তা হল **অবভাস** (Appearance), **বস্তুস্বরূপ** (Reality) নয়।

অপরপক্ষে, **পরাতাত্ত্বিক বা আধিবিদ্যক ভাববাদে পরমাত্মাকে একমাত্র সৎ বা সত্য বলা হয়—** জড়-জগৎ ও চেতন-জগৎ একই পরমাত্মার দুটি প্রকাশ মাত্র। তাই জড়-জগৎ ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তি-মনকে বাদ দিয়ে জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এই মতবাদের সঙ্গেও তাই বস্তুবাদের বিরোধ নেই। কিন্তু, ব্যক্তি-মনের বাইরে জড়-জগৎ থাকলেও পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে জড়-জগৎ নেই। আসলে চেতন-জগৎ এবং জড়-জগৎ—সবই পরমাত্মার ভাব বা ধারণা—সবই চৈতন্যময়, চৈতন্য থেকে উৎসারিত। **হেগেল এই মতবাদের প্রবক্তা।** হেগেলের ভাববাদ **বিষয়গত ভাববাদ** (Objective Idealism) নামে খ্যাত।

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রধান দুটি মতবাদকে এখন ছকের সাহায্যে দেখানো হল :

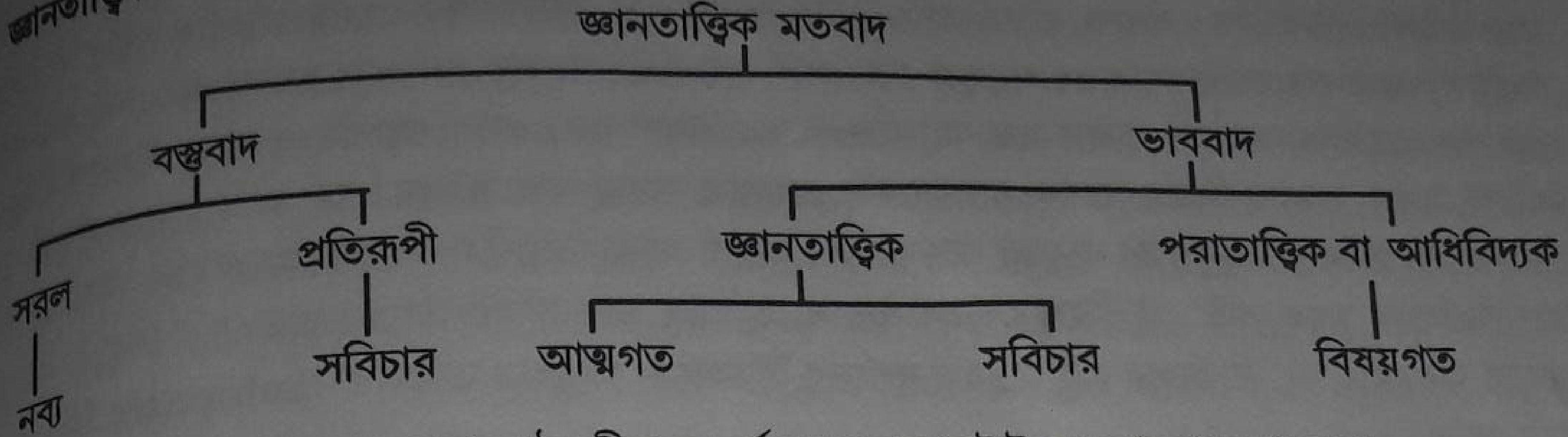

'আত্মগত ভাববাদ' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেটাই আলোচনা করা হল।